R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
৩রা জুলাই, ১৯৭৪ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

প্রচুর গুঁড়ো দুধ নষ্টের পথে, মহকুমা রেডক্রশ সমিতির সাহায্য বণ্টনে টালবাহানা

জঙ্গিপুর, ৩ জুলাই—প্রথমে সাহায্য অনুমোদন, পরে অনুমোদিত সাহায্য গ্রহণ ও চেয়ারম্যানকে সাহায্য বিতরণের জন্য সভা আহ্বানের অনুরোধ জ্ঞাপন, আরও পরে এ ব্যাপারে সম্পাদককে চেয়ারম্যানের সাক্ষাতের আহ্বান, সব শেষে অনুমোদিত সাহায্যের সামগ্রী মজুতের ব্যাপারে অন্ধকারে নিমজ্জমান চেয়ারম্যানের সম্পাদককে পত্রপ্রেরণ—সব মিলে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড শুরু হয়েছে জঙ্গিপুর মহকুমা রেডক্রশ সোসাইটিতে সেই মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ইনডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার পক্ষ থেকে মার্চ্চ মাসে জঙ্গিপুর মহকুমা রেডক্রশ সোসাইটিকে ১০ বস্তা গুঁড়ো দুধ, ৫ হাজার মালটি ভিটামিন ট্যাবলেট, ৫০টি প্যান্ট এবং ২৫টি কম্বল দেওয়া হয় দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্য। সমিতির সম্পাদক এই সমস্ত দ্রব্যের প্রাপ্তি স্বীকার করে বিতরণের জন্য সভা ডাকার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন চেয়ারম্যান মহকুমা শাসককে। মহকুমা শাসক

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

কারখানায় লক আউট, বিড়ি শিল্পে অশান্তির ঝড়

জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শিল্পে আবার নতুন করে অশান্তির ঝড় উঠেছে। কারখানা মালিকরা বিড়ির উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন অবৈধভাবে। কাজ কমে যাওয়ায় শ্রমিকদের আয় কমছে, অশান্তি অনটন বাড়ছে। এদিকে আবার সি, জে, প্যাটেল শ্রমিকদের দুর্ভোগের মধ্যে ফেলে বিনা নোটিশে তাদের অরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ানের বিড়ি কারখানায় তালা বন্ধ করে রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়েছে। সব মিলে মহকুমার বিড়ি শিল্পে অশান্তির ঝড় বইতে শুরু করেছে।

আই, এন, টি, ইউ, সি পরিচালিত জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট কারখানা মালিকদের এই অন্যায় জুলুমের প্রতিকার এবং বিড়ি শ্রমিকদের সুস্থ জীবন ফিরিয়ে আনার দাবিতে মহকুমা শাসকের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন গত উনত্রিশ জুন। প্রকাশ, মহকুমা শাসকের সঙ্গে ইউনিয়ন নেতারা এ ব্যাপারে আলোচনা করে প্রতিকারের কোন সূত্র না পেয়ে দুই জুলাই থেকে গণঅবস্থান শুরু করেছেন।

বিদ্যুৎ সংকটের রাজ্যে ফরাক্কার চালু তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র জলের দরে বিক্রীর অপচেষ্টা

চঞ্চল সরকার

'হাড়িকে ধরে কম্‌বক্তি তো শূয়োরকে মারে ঝাঁটা' বলে গ্রামে পল্লীতে একটি কথা চালু আছে। কথাটি শ্রুতিকটু হলেও অন্ততঃ পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পরিচালন কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে অবশ্যই খাটবার মতো। পরিষ্কার করলে যা দাঁড়ায় তাতে অর্থ দাঁড়ায় যে, হাড়ি সম্প্রদায়ের শূয়োর হচ্ছে একটি সম্পত্তি। তার যখন লক্ষ্মাছাড়া বাতাস লাগে তখন সেই তার লক্ষ্মীরূপী (ধন) শূয়োরকে ব্যাজার হয়ে ঝাঁটা মারে। ফলং……লক্ষ্মীছাড়া। সেই দশা ধরেছে বর্ত্তমানে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে। দেশে যখন বিদ্যুৎ সঙ্কট, মোকাবিলা করতে হিমসিম খাচ্ছেন তাবৎ তাবৎ মন্ত্রী পর্য্যন্ত, সেই সময় ফরাক্কার প্যাকেজড থারমাল প্ল্যান্ট

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

গাফিলতি আর অবহেলায় সরকারী কর্ম্মচারীর দুর্দ্দশা

ধুলিয়ান, ৩ জুলাই—দীর্ঘ ন'বৎসর পি, উব্লিউ, ডি বিভাগের গাফিলতি, অবহেলা ও ঔদাসীন্যে মেরিণ বিভাগের এক কর্ম্মচারীকে আজ পথের ভিখিরী হতে হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

প্রকাশ, ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে কর্ত্তব্যরত অবস্থায় স্থানীয় মেরিণ বিভাগের কর্ম্মচারী জিতেন্দ্রনাথ দেব এক লঞ্চ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হন। তাঁর ডান পা অকেজো হয়ে পড়লে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঐ পা কেটে বাদ দিতে হয় এবং তিনি পুরোপুরি অক্ষম হয়ে পড়েন। শ্রীদেবকে ছাঁটাই না করেই বেতন বন্ধ করে দেওয়া হলে তিনি অনেকবার লেখালেখি করেন। কিন্তু ফললাভে অর্থাৎ সরকারী সবুজ সঙ্কেত লাভে বঞ্চিত হয়ে পেটের জ্বালায় বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন। আরও প্রকাশ, পরবর্ত্তীকালে একাধিকবার লেখালেখি করে বিভিন্ন মহল থেকে শ্রীদেবের ন'বৎসরের বকেয়া বেতন এবং কর্ত্তব্যরত অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটার কারণে অক্ষম হওয়ায় সরকারী সাহায্য দাবি করায় পি, ডব্লিউ, ডি কর্ত্তৃপক্ষের বরফ গলেছে। তাঁরা গত মাসে শ্রীদেবের ১৯৭৩ এর ১১ নভেম্বরের সর্বশেষ আবেদনের উত্তরে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। শ্রীদেব গত ১২ জুন কর্ত্তৃপক্ষের ঐ চিঠির জবাব মেডিক্যাল সার্টিফিকেটসহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। খবর পাওয়া গিয়েছে যে, বিষয়টি ঐ দিনই স্থানীয় এম, এল, এ শীষ মহম্মদকে জানানো হয়েছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৮১ সাল।

॥ রিকেটগ্রস্ত ক্রিকেট ॥

রিকেট এক অতি খারাপ রোগ। ইহাতে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়; দৈহিক পুষ্টি ঘটে না; হাত-পা সরু হইয়া যায়, গায়ের চামড়া পাকাইয়া যাইতে থাকে, পাতলা চামড়ার আবরণে পাঁজরা-হাড় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শিশু ঘ্যান ঘ্যান করিতে থাকে। রিকেটগ্রস্ত শিশু যদি বা ধকল কাটাইয়া উঠে, পুষ্টির অভাবজনিত কৃশদেহ লইয়া তাহাকে চলিতে হয়। বস্তুতঃ এমত অবস্থায় দৈহিক বা মানসিক—কোন বিকাশই তাহার সন্তোষজনক হয় না। তাই সংশ্লিষ্ট অভিভাবককে শিশুর রিকেট দূরীকরণের বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দলও এই প্রকার দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিদেশ সফরে গিয়া তাহারা যে ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখাইয়াছে, তাহাতে আর যাহা হউক অপরাপর ক্রিকেট দলের নিক্ষেপিত দস্তানা কুড়াইয়া লইবার মত অবস্থা আর রহিল না—ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেটাররূপ পাঁজরাগুলি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আবরণে নিতান্ত ধুঁকিতেছে মাত্র। 'আরনেষ্টনেস্ অব্ ডিজায়ার্ ইজ্ দি সিক্রেট্ অব্ সাক্সেস্'—সুধীজনকথিত এই বাক্যটি ভারতীয় ক্রিকেট দল যে মনে রাখেন, তাহা মনে হয় না। কোনমতে টেষ্ট-ক্যাপ মাথায় চাপিলেই বেষ্ট পারফরম্যান্স চির নির্বাসন লাভ করে। কিন্তু কেন?

খেলায় হারার জন্য ক্ষোভ-উষ্মা আজ জনগণের মনে সঞ্চারিত যতটা না হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা বেশী দেখা দিয়াছে দুশ্চিন্তা। ভারতীয় ক্রিকেটের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বুঝি চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ আর কিছুদিন চলিলে ভারতীয় ক্রিকেট 'এক যে ছিল রাজা'য় পরিণত হইবে। আমরা অতীতের নেশায় বুঁদ হই; উহারা বর্তমানকে সব সময় মনে রাখিয়া কাজ করে। আমরা প্রতিপক্ষকে একবার হারাইয়া দিলে মনে করি দুর্বল, উহারা বিজেতা বা বিজিত যাহাই হউক, প্রতিপক্ষকে ছোট ভাবে না। আমাদের একবার খ্যাতি ঘটিলেই বিজয়মাল্য লইয়া নাড়াচাড়া করি, উহারা সর্ব অবস্থাতেই অধিকতর দক্ষতা অর্জনে চেষ্টিত থাকে। আমাদের খেলার লড়াই হেলার দৃষ্টি লাভ করে; উহারা খেলার লড়াইকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া থাকে। অনুশীলনে, চিন্তায়, সিদ্ধান্তে আমাদের প্রচুর দৈন্য; উহারা বিপরীত। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং প্রভৃতি বিষয়ে উহারা অনুশীলন-চিন্তাভাবনায় আরও সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করে।

তদ্‌গতপ্রাণ না হইলে কোন ব্যাপারেই সাফল্য আসে না। তদ্‌গতপ্রাণটা বা মানসিকতা নষ্ট হইতেছে বলিয়াই কি খেলায়, কি অন্যান্য কাজকর্মে সর্বত্র আমরা বিষণ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছি। ইহার সহিত যুক্ত হইতেছে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির অভাব। ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। ইহার উপর উচ্ছৃঙ্খলতারূপ পরম-শত্রু পাইয়া বসিলে ত কথাই নাই।

তাই ক্রিকেটপ্রেমীদের নূতন করিয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে—কীভাবে ভারতীয় ক্রিকেটকে অধুনাসৃষ্ট শোচনীয় পরিণতির হাত হইতে রক্ষা করা যায়।

দলনেতা সহ ৪ জন ডাকাত গ্রেপ্তার

ফরাক্কা, ২৭ জুন—এই থানার ব্রাহ্মণগ্রামে গোবিন্দ মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাতি ও লুঠতরাজের অভিযোগে পুলিশ গতকাল পর্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলনেতা সহ চারজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছ থেকে অপহৃত একটি কলসী এবং একটি সোনার হার উদ্ধার করা হয়েছে। একজন চৌকিদারকে ছোরা মারতে উদ্যত দলনেতাকে পাকড়াবার সময় জনতা মারধোর করে এবং অন্যান্য ডাকাতদের ধরার জন্য পুলিশকে কসরৎ করতে হয় বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। গত ২৪ জুন রাত্রে তারা শ্রীমণ্ডলের বাড়ীতে হানা দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নগদ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। আরও তদন্ত চলছে।

জঙ্গিপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, ২৯ জুন রাত্রে ইমামনগরে জালালউদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ীতে একদল ডাকাত হানা দিয়ে বোমা ফাটায় এবং গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে পালাতে বাধ্য হয়। গৃহ-স্বামী ডাকাতদলের লাঠিতে আহত হন।

অপচয় বন্ধ করুন

জঙ্গিপুর, ৩০ জুন—জঙ্গিপুর পৌরসভার প্রায় ত্রিশটি পিচ বা আলকাতরা ভর্ত্তি ড্রাম ছোটকালিয়ায় হরিতকীতলা বাগানে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ছেলেরা ওগুলো ফুটো করে দেওয়ায় আলকাতরা গর্ত্ত ও জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। অথচ পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ আলকাতরার অভাবে অনেক রাস্তার মেরামতি বা কাজ হচ্ছে না তখন পৌরসভার এই অপচয় এবং নষ্টের বহর দেখে পর্য্যবেক্ষক মহল বিস্মিত হচ্ছেন। অবিলম্বে পৌরসভাকে আলকাতরার ড্রামগুলি কোন সংরক্ষিত এলাকায় সংরক্ষণ করা দরকার বলে তাঁরা মনে করছেন।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

হালতামামী

পাকনেতা জোনাবালি ভুট্টো—
মুজিবের বৈঠকে হয়েছেন 'হুট্টো'।
শহীদ-বেদীতে দিয়ে ফুল
বাংলাদেশেতে তবু পেলেন না কুল।
দিল্লীতে সিকিমের চোগিয়াল
সংবিধান বিল 'পরে গোঁসা রবে কতকাল?
মন্ত্রীর দুর্নীতি-অভিযোগ!
ওয়াঁচু কমিশন—এ কি হল দুর্ভোগ!
আনন্দমুখর শ্রীলংকা—
কচ্ছতিভুতে তার বাজে জয়ডংকা।
ব্যবসায়ী-একরাট্ কারবার;
যা-খুসী দর চড়ে, বৃথা হয় দরবার।
আমি সৎ—সই দিয়ে বল ভাই।
রাজ্যের এম-এল-এ আহুত রোটাণ্ডায়।
পুনরায় গিরি, না ফকরুদ্দিন?
রাষ্ট্রপতির রথে কার ধ্বজা উড্ডীন?
বিষণ্ণ ভারত-ক্রিকেট;
হাড়জিরজিরে দেহে ধরেছে রিকেট।

গো মড়ক

হিলোড়া, ২৯ জুন—সুতী থানার হিলোড়া, বংশবাটী, বহুতালী প্রভৃতি গ্রামে প্লেগ জাতীয় মারাত্মক এক রোগের আক্রমণে গো মড়ক শুরু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ঐ রোগে আক্রান্ত গরুর দু'ঘণ্টা থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটছে। খারিফ মরশুমের প্রাক্কালে এভাবে গো মড়ক শুরু হওয়ায় চাষীদের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ—৩৪নং জাতীয় সড়কের উমরপুর মোড়ের কাছে গত ১৫ জুন মালবাহী একটি ট্রাক উল্টে গেলে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হয়। আহত হয়েছে একজন। উক্ত ঘটনার দু'দিন পর ঐ সড়কের ভুরকুণ্ডায় বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হতে গিয়ে ৪২ বৎসর বয়স্কা জনৈকা মহিলা ট্রাক চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন।

গত ১৪ জুন রাত্রে একই সড়কের দাসপাড়া ষ্টপেজে লোহাবোঝাই একটি ট্রাক এক যুবককে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে সে মারা যায়। চাপা দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মাইল দুয়েক দূরে ট্রাকের গতিরোধ করে এবং চালক গোপাল মোদককে গ্রেপ্তার করে। ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

Government of West Bengal, Office of the Collector of Murshidabad, Excise Department.

NOTICE

It is notified for information of the general public that the settlement of the following Country Spirit shops and Foreign Liquor shops at the places noted against each of them in the District of Murshidabad for the period upto 31-3-1976 will be made by auction on the dates as mentioned at column 4 below, in the office of the Additional District Magistrate, Murshidabad at 11.00 hrs.

COUNTRY SPIRIT

Sl. No	Location	Police Station	Date of auction
1.	Panchgram	Nabagram	13-7-74
2.	Raninagar	Raninagar	"
3.	Akheriganj	Bhagwangola	"
4.	Madhupur	Berhampore	"
5.	Kunjaghata	Berhampore	"
6.	Doltabazar	Berhampore	"
7.	Jaypur	Berhampore	"
8.	Basudevpur	Samserganj	"
9.	Sankopara	Samserganj	"
10.	Trimohini	Nawda	"
11.	Sompara	Beldanga	"
12.	Sargachhi	Beldanga	"
13.	Saidapur	Raghunathganj	"
14.	Umarpur	Raghunathganj	"
15.	Naith	Raghunathganj	15-7-74
16.	Andi	Burwan	"
17.	Nimer-Dak Bunglow	Burwan	"
18.	Gokarna Country Spirit & Ganja shop.	Kandi	"

FOREIGN LIQUOR

1.	Gorabazar	Berhampore	15-7-74
2.	Jiaganj	Jiaganj	"

Applications are invited from the intending bidders for those auctions to reach the District Excise Office, Berhampore by 1 P. M. of 9th July, 1974 at the latest. The application should be addressed to the Additional District Magistrate, Murshidabad, affixing thereon a Court Fee stamp worth Re. 75 paise and must contain the information on the following points :—

Name of the shop applied for.....

1) Full name of the applicant.
2) Father's name.
3) Full address, past and present.
4) Present occupation.
5) Present age (as on 1-7-74).
6) Assets owned. (Details to be furnished)
7) Particulars of site in the above location (Dag No. Khatian No. Mouza, Police Station etc.).
8) Particulars of Excise shops, if any, he or any of the members of his/her family, holds.
9) Whether he has been convicted of any non-bailable offence, has been in arrears in respect of any dues to Govt. or has been found guilty of any breach of conditions of any license held by him/her.
10) Whether he/she is a Citizen of India.

Persons below the age of 21 years and not a Citizen of India, is not permitted to bid at the auction. The person himself or together with any members of his family, already holding two or more Excise shops, is debarred from bidding at the auction. No person is permitted to bid if he was convicted to a non-bailable offence or be in arrears of any dues to Government.

The person whose bid is accepted shall have to pay half the amount of the bid immediately on acceptance of the bid and the balance within 7 (seven) days from the date of auction failing which, the bid offered by him shall be rejected and the amount already paid forfeited to Govt. without prejudice to such further action as may lie against him.

The person whose bid may be accepted will be required to offer a site for the shop within 15 (fifteen) days from the date of auction and in case the site offered by him is not approved by the Collector, Murshidabad, his bid shall be rejected and initial license fee paid by him, shall be forfeited to Govt. without prejudice to such further action as may be against him. The successful bidder shall make such constructions and arrangements at the approved sites as the Collector, Murshidabad may direct and in case he fails to do so or refuses to comply with the directions, his bid shall be rejected and the initial license fee paid by him shall be forfeited. The person to whom a license will be granted shall, in addition to the initial license fee paid by him, pay such other annual, monthly and additional fee as may be required by the relevant rules made in that behalf and shall immediately on determination of the license either by the efflux of time or otherwise, deliver to the Collector, Murshidabad, vacant possession of the site and the premises meant for retail vend in respect of which the license was granted, when such site and premises are owned or are held on lease or have been requisitioned by the Government.

The Collector, Murshidabad reserves the right for rejection of any application without assigning any reason whatsoever.

Ajit Kumar Majumder,
for Additional District Magistrate, Murshidabad.

24/6/74

চোরের অগস্ত্য যাত্রা

জঙ্গিপুর, ২৭ জুন—সোহরাব আলী রঘুনাথগঞ্জ থানার কৃষ্ণশাইল গ্রামের এরফান আলীর বাড়ী গত রাত্রে চুরি করতে গিয়ে আর ফিরলো না। মারের চোটে বেচারাকে পৈতৃক প্রাণটা খোয়াতে হ'ল বেঘোরে, খোদ ঘটনাস্থলে।

প্রকাশ, চুরি করার সময় গৃহস্বামী সোহরাবকে জাপটে ধরলে আরেক চোর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে। আহত হয়েও তিনি তাকে ছাড়েন নি বরং তাঁর চীৎকারে গ্রামের লোকজন ঘটনাস্থলে হাজির হয় এবং পিটিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে। শ্রীআলীকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে।

৪রা কাজ করে

গত ২৩ জুন জাতীয় সেবা প্রকল্প কর্ম্মসূচী অনুযায়ী জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের ছাত্ররা অধ্যাপক রাধিকারঞ্জন সিংহের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত মুকুন্দবাগ গ্রামের জুনিয়ার হাইস্কুল গৃহ নির্ম্মাণ শ্রমদানের মাধ্যমে আরম্ভ করেছেন। এই কলেজের ছাত্ররা ওই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্ত্তমান বৎসরে বসন্ত রোগ নির্মূল অভিযানে প্রায় ৪ হাজার গ্রামবাসীকে টীকা দেন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেন।

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে একজন বি. এ. (আর্টস) শিক্ষকের প্রয়োজন। অতএব ৭-৭-৭৪ তারিখের ভিতরে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

সেক্রেটারী,
হাউসনগর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা
পোঃ তিনপাকুড়িয়া
ভায়া—ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ

শিক্ষক আবশ্যক

"সাহাজাদপুর-উমরাপুর জুঃ হাইস্কুল, পোঃ উমরাপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ এর জন্য Deputation Vacancy-তে একজন B. Sc. এবং একজন B. Com. অথবা B. A. শিক্ষক আবশ্যক। শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত অগ্রগণ্য। এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।"

তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র জলের দরে বিক্রীর অপচেষ্টা [১ম পৃষ্ঠার পর]

যা থেকে তিন মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, কিছু স্বার্থান্বেষী, ভাগ্যান্বেষীর ষড়যন্ত্রে বিক্রী করে দেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা। যতদূর জানা গ্যাছে প্ল্যান্টটি নাকি অকেজো হয়ে পড়েছে, তাই ঝেড়ে দেয়া। কিন্তু এই অজুহাত শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত। যারা ক্রেতারূপে আড়ালে আছেন, সেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কেন এই ভাঙ্গা ভেলারূপী প্ল্যান্টটি কিনছেন? যা এখনও পর্দার আড়ালে সেই পর্দা সরিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, বকলমে ক্রেতা ধনকুবের ডালমিয়া গোষ্ঠী। ফ্রন্ট লাইনে আর ডি (রায় এ্যাণ্ড ধর) ষ্টীম ইনজিনীয়ারিং কোং। এই প্রতিষ্ঠান সওয়া দু'লক্ষ টাকার বিনিময়ে একটি বয়লার মেরামত করে ফতুর করেছেন বিদ্যুৎ পর্ষদকে, ঠিকার বদলে নয়, কর্মী দিয়ে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে। শেষমেশ তাদেরই প্ররোচনায় বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃপক্ষ বেচে দিতে আগ্রহী। যে দুটি টারবাইন (চেক তৈরী) পাম্প এবং মোটরের দামই দু কোটি টাকা পুরনোরই; সেই সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি মাত্র ষাট লাখ টাকায় কিনে নিয়ে বজবজে ডালমিয়ার জুট মিলে বিদ্যুৎ যোগানের কাজে ব্যবহৃত হবে। প্রশ্ন—অকেজোই যদি হয় তবে ডালমিয়া কিনছে কেন? ঘর সাজাবার জন্য কি? মনে রাখা দরকার রসহীন হলে বেসরকারী বেওসায়ী কখনো ঢালবে না। পঃ বঙ্গের চিন্তা নায়কেরা কেন এই দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন? অবিলম্বে এ সর্বনাশা অজুহাত প্রত্যাহার করে প্ল্যান্টটির বয়লার (একটিংই মেরামত দরকার) মেরামত করে অবিলম্বে চালুর ব্যবস্থা করুন। হয়ত আরো দু'লাখ খরচ হবে এতে। ফলে বিদ্যুৎ সঙ্কট মোচনে যেমন সহায়তা করবে, তেমনি হবে কিছু লোকের সাশ্রয়।

প্রচুর গুঁড়ো দুধ নষ্টের পথে [১ম পৃষ্ঠার পর]

এ ব্যাপারে যে কোন কাজের দিন অফিসে এসে সাক্ষাতের জন্য চিঠি দেন সম্পাদককে। এ পর্য্যন্ত পরিস্থিতি ছিল সাহায্য বিতরণের অনুকূলে অর্থাৎ সচেষ্ট হলে দুঃস্থদের মধ্যে দ্রব্যগুলি দ্রুত বিতরণ করা সম্ভব হতো।

কিন্তু গোল বাধলো মহকুমা শাসকের সর্বশেষ পত্রে। ঐ পত্রে তিনি সম্পাদককে লিখেছেন, '...কোয়াইট ইন ডার্ক এ্যাবাউট দা ষ্টোরেজ অব দা এ্যালটেড গুডস্ .....।' প্রাপ্তি সংবাদ পেয়েও তিনি সম্পাদককে লিখলেন যে, অনুমোদিত দ্রব্যগুলি মজুতের ব্যাপারে তিনি অন্ধকারে নিমজ্জিত আছেন। চার মাস থেকে কেবলমাত্র পত্র বিনিময় ছাড়া সাহায্যগুলি বিতরণের কোন চেষ্টা, এমন কি সভায় বসার সময় পর্যন্ত হ'ল না সোসাইটির নবনির্বাচিত কমিটির।

এদিকে এই ক'মাসে মহকুমায় বসন্তে সাত জনের মৃত্যু ঘটেছে, অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন এবং আরও অনেক দুঃস্থ সাহায্যের আশায় হয়রাণ হচ্ছেন তার হিসেব তাঁরা রাখার প্রয়োজন মনে করেন না। একটা সভা আহ্বানের অভাবে অতগুলো সাহায্য পড়ে আছে, গুঁড়ো দুধ নষ্ট হতে চলেছে বলে ওয়াকিবহাল মহল অভিযোগ করেছেন। অথচ চেয়ারম্যান বিনা সভাতেই নাকি প্রায়ই রেডক্রশ তহবিল থেকে দুঃস্থদের সাহায্য করে থাকেন। পর্যবেক্ষক মহল এই দ্রব্যগুলি বিতরণের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নষ্টের হাত থেকে রেহাই-এর এবং দ্রুত বিতরণের জন্য সোসাইটির চেয়ারম্যান মহকুমা শাসককে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

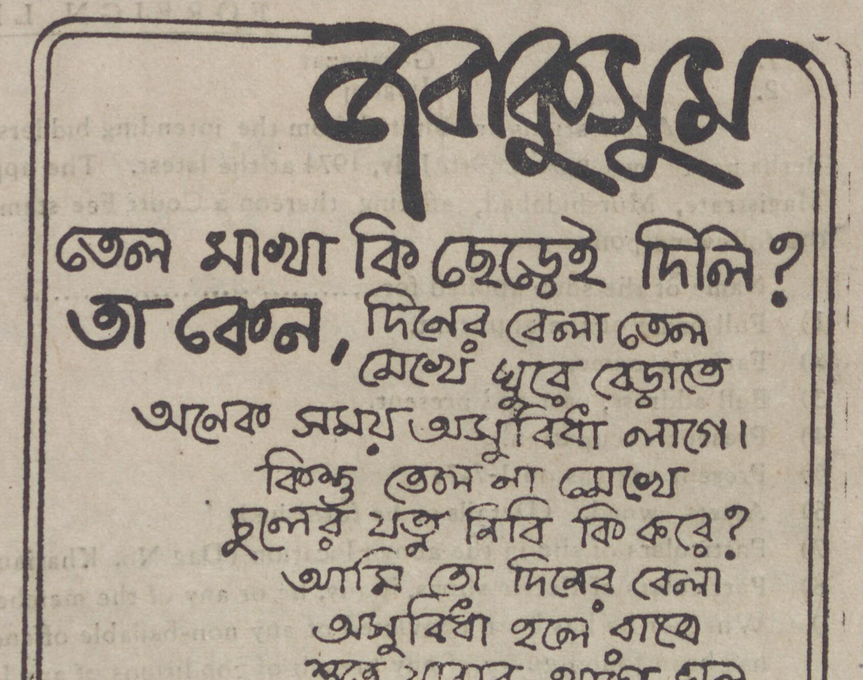

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।